ডেবরা হাসপাতালে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডেবরা ঃ ফের ভুল চিকিৎসার অভিযোগ তুলে চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ উঠলো রোগীর পরিজনদের বিরুদ্ধে। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকসহ হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফদের ও মারধর করা হয়। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা গ্রামীণ হাসপাতালের। উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে ডেবরা থানার পুলিশ। ঘটনায় জানা গেছে, সোমবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এক প্রসূতিকে। অভিযোগ দীর্ঘক্ষণ বিনা চিকিৎসায় ফেলে রাখা হয়। পরে রাতে রেফার করে দেওয়া হয়। পরে রোগীর পরিজনেরা প্রসূতিকে সংকটজনক অবস্থায় স্থানীয় এক নার্সিংহোমে ভর্তি করে। সেখানে তার প্রসব হয়। বর্তমানে মা ও সন্তান উভয়ের অবস্থা সংকটজনক। এরপর রোগীর পরিজনেরা আজ সকালে হাসপাতালে চড়াও হয়ে বিএমওএইচ সহ হাসপাতালের অন্যান্য স্টাফদের মারধর ও হেনস্থা করে। পরে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ডেবরা থানার পুলিশ। বিএমওএইচ রজতকুমার পাল জানান, মঙ্গলবার সকালে একদল দুষ্কৃতী আমাদের ওপর চড়াও হয়। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারধর শুরু করে। বিষয়টি নিয়ে ডেবরা থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

দোকান ভাঙল লরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পিকআপ ভ্যান হুড়মুড়িয়ে ঢুকে গেল একটি দোকান ঘরে। রাজ্য সড়কের ধারে থাকা দোকান ও লাগোয়া বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ সময় ঘটনাস্থলে কেউ ছিল না বলে বড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে এলাকাবাসী সহ পথচলতি মানুষজন। দুর্ঘটনায় গাড়ির চালক ও হেল্পার আহত হয়েছে। তাদের বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘটনাটি ঘটে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদা ৮/২ পঞ্চায়েত অফিস সংলগ্ন রাজ্য সড়কের ধারে। ঘটনায় জানা যায়, পরপর দুটি হাম্প পেরোনোর পর গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং গাড়ির গতি থাকায় মনোজকুমার মল্লিক নামের এক ব্যক্তির দোকান ঘরে ঢুকে যায়।

কৃষকসংগ্রাম পরিষদের স্মারকলিপি ঃ বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ সাম্প্রতিক বর্ষণে কোলাঘাট ব্লকের বিস্তীর্ণ জলবন্দী এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, এলাকার চাপদা-গাজই সহ বিভিন্ন নিকাশী খালগুলি সংস্কার, আগামী বর্ষার পূর্বে দেনান ও দেহাটী খালের সংযুক্তিকরণের দাবিতে কৃষক সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে কোলাঘাট বিডিও অফিসে প্রায় দুই শতাধিক কৃষক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হন। কোলাঘাট বিবেকানন্দ মোড় থেকে বিক্ষোভকারীরা এক সুসজ্জিত মিছিল করে বিডিও অফিসের গেটে জড়ো হন। বিক্ষোভ সভায় নেতৃত্ব দেন পরিষদের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক, বিশ্বরূপ অধিকারী, গোবিন্দ পড়িয়া, সুবল সামন্ত প্রমুখ। পরিষদের পক্ষ থেকে ৬ দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি বিডিও তাপস কুমার হাজরার হাতে তুলে দেওয়া হয় আলোচনার সময় বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সেচ দপ্তরের এসডিও অভিনব মজুমদার, কৃষি দপ্তরের ব্লক আধিকারিক প্রমুখ।

আধিকারিকবৃন্দ উচ্চ প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন। পরিষদের সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক অভিযোগ করেন, এলাকার একমাত্র বড় নিকাশী দেহাটী খাল দিয়ে কোলাঘাট, পাঁশকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের প্রায় দুই শতাধিক মৌজার জল বের হওয়ার কারণে ফি বছর কোলাঘাটের ৩০টি গ্রাম জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে এলাকাবাসীদের আন্দোলনের চাপে সেচ দপ্তর ১৯৭৫ সালে দেনান খাল নামে নূতন একটি খাল খনন করে দেহাটী খালের সাথে যুক্ত করে 'দেনান-দেহাটী জলনিকাশী প্রকল্প' রূপায়ণের আশ্বাস দিলেও আজ পর্যন্ত খাল দুটির সংযুক্তিকরণ করা হয়নি। ফলস্বরূপ সাধারণ বর্ষণে এই নিচু এলাকার ধান-ফুলচাষ ও পুকুর জলে ডুবে, এমনকি গ্রামীণ রাস্তাগুলি নষ্ট হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল সহ সম্পত্তি নষ্ট করছে। অথচ সেচ ও প্রশাসন কারুরই হেলদোল নেই। আগামী বর্ষার পূর্বে এই প্রকল্পটির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ না হলে পরিষদ জাতীয় সড়ক অবরোধ সহ জঙ্গী আন্দোলনের কর্মসূচি নিতে বাধ্য হবে বলে নারায়ণবাবু জানান।

খারাপ রাস্তায় ধানচারা পুঁতে, মাছ ছেড়ে, অভিনব প্রতিবাদ পটাশপুরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পটাশপুর ঃ বিগত তিন বছর ধরে বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য বারবার দাবি জানিয়ে কাজ না হওয়ায় মাছের পোনা, ধান গাছের চারা রোপন করে প্রতিবাদ জানালো এলাকার অধিবাসী ও পড়ুয়ারা। সোমবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুরের পঁচেট পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুরে অভিনবভাবে প্রতিবাদ জানান এলাকার অধিবাসীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা ১ ব্লকের কসবা পঞ্চায়েতের কোইথোড় এলাকার সাথে পটাশপুর ২ ব্লকের পঁচেট পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুরের সংযোগকারী ২ কিমি এই রাস্তা দীর্ঘ তিন-চার বছর ধরে বেহাল। বর্ষাকাল এলে এই রাস্তা পায়ে হেঁটে চলার অযোগ্য হয়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসী অস্বিনী সামন্ত, গীতারানী শী, অর্দ্ধেন্দু দে, মিঠুন মন্ডল, স্বপন মান্নারা জানিয়েছেন এই রাস্তাটি দুটি ব্লকের পাশাপাশি দুই বিধানসভারও সংযোগকারী। ফলে রাস্তা সংস্কারের দায়িত্ব কার সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে বলতে পারেনা দুই ব্লক প্রশাসন ও দুই এলাকার বিধায়ক। প্রসঙ্গত এগরার বিধায়ক সমরেশ দাস ও পটাশপুরের বিধায়ক জ্যোতির্ময় কর। এলাকাবাসীর দাবি এই টানাপোড়েনের জেরে তাঁদের বছরের পর বছর বেহাল হাঁটার অযোগ্য রাস্তা দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে। একই অভিযোগ করেছে কোইথোড় হাইস্কুলের পড়ুয়া রণিত আচার্য, তাপস সামন্ত, অতসী দেরা। তারা অভিযোগ করেছেন, বর্ষার সময় প্রতিদিন কাদা ঘেঁটে তাদের বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের জন্য আসা যাওয়া করতে হয়। জানিয়েছে, তাদের সমস্যার কথা কেউ ভাবেনা। এর প্রতিবাদে এই পড়ুয়ারাও এদিন স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। রাস্তায় মাছের পোনা ছেড়ে ও ধান চারা লাগিয়ে তারাও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

দুর্গতদের পাশে তাম্রলিপ্ত বয়েজ ক্লাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ তমলুক থানার অন্তর্গত তাম্রলিপ্ত বয়েজ ক্লাবের উদ্যোগে দাসপুরের পাঁচগেরিয়া গ্রামে বন্যা দুর্গতদের খাবার পরিবেশন করা হয়। সেই সঙ্গে সেই এলাকার মানুষদের জন্য একটি মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়। যেখানে প্রায় ৩০০ জন মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং তাদের হাতে সংস্থার পক্ষ থেকে ঔষধ তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া গ্রামের ভিতর রাস্তাঘাট ফিনাইল এবং ব্লিচিং দিয়ে পরিষ্কার করা হয় ক্লাবের সদস্যদের দ্বারা।

নির্মল মিশন বাংলার প্রচারে সাঁকরাইল ব্লকের নিউ স্টার ক্লাব

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাঁকরাইল ঃ মিশন নির্মল বাংলার প্রচারে সচেতনতামূলক শ্লোগান লেখা নানা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে প্রচার র‍্যালির আয়োজন করলো সাঁকরাইল ব্লকের লাউদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢেড়াছাড়া নিউ স্টার ক্লাব। বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে এলাকার মানুষকে নিয়ে ও সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলারা সহ ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের নিয়ে পুরো ঢেরাছাড়া গ্রাম পরিক্রমা করে এই র‍্যালি। এদিন এলাকার বিভিন্ন নালা নর্দমাগুলিতে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়। পরিবেশ সুস্থ ও দূষণমুক্ত নির্মল করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল এদিন। এই ক্লাব দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে নানা সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে থেকে এই বছর প্রথম তারা ক্লাবের সমস্ত সদস্য মিলে গত কয়েকদিন ধরে এলাকার জঞ্জাল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখার কর্মসূচি পালন করে। শুধু সচেতনতামূলক র‍্যালি নয়, একটি সভারও আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভা থেকে ক্লাবের কিছু সমস্যার কথা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কাছে তুলে ধরা হয়। সরকারি সাহায্য পেলে তারা আগামী দিনে আরও কাজ করতে সক্ষম হবে বলে জানায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছ থেকে এদিন প্রতিশ্রুতিও পায় এই ক্লাব। উপস্থিত ছিলেন সাঁকরাইল সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক মহঃ ওয়াসিউল্লাহ, সাঁকরাইল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরমা পাত্র, জয়েন্ট বিডিও রমাপ্রসাদ মন্ডল, লাউদহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মঞ্জু খাটুয়া সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও ক্লাবের সমস্ত সদস্য।

খুচরো নিয়ে পথে এসইউসিআই বিক্ষোভ বেলদা পাঞ্জাব ব্যাঙ্কে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ খুচরো নিয়ে সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। সুরাহার প্রশ্নে কোন হেলদোল নেই প্রশাসনের। তাই বাধ্য হয়ে ব্যাঙ্কের সামনে বিক্ষোভ অবরোধের কর্মসূচি নিল বামদল এসইউসিআই(সি)। সোমবার বেলদা লোক্যাল কমিটির পক্ষ থেকে বেলদা শহরে খুচরো সমস্যার সমাধানের দাবিতে মিছিল সংগঠিত করা হয়। বেলদা কেশিয়াড়ি মোড় থেকে বেলদা বাসস্ট্যান্ড হয়ে বেলদা পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের সামনে এসে বিক্ষোভ দেখায়। ব্যাঙ্ক অবরোধ করা হয়। নেতৃত্বদের বক্তব্য, একই দাবি জানিয়ে তারা গত ২২ আগস্ট নারায়ণগড় সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিক মানিক সিংহ মহাপাত্রের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করলেও তিনি কথা দিয়েছিলেন খুচরো সমস্যার সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তা সোমবার পর্যন্ত না করায় তারা এদিন অবরোধ আন্দোলনে নামেন। প্রশাসন যদি প্রচার করে বা বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়ে দিত তাহলে খুচরো নিয়ে কোনও সমস্যা বা আশঙ্কা দানা বাঁধত না। অবিলম্বে প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। নেতৃত্বদের পক্ষ থেকে বেলদা পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন পত্র প্রদান করা হয়। তিনি প্রতিদিন গ্রাহকদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা করে খুচরো নেবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। মঙ্গলবার থেকেই এই প্রক্রিয়া চালু করবেন তিনি। একইসঙ্গে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলো যাতে গ্রাহকদের কাছ থেকে খুচরো গ্রহণ করে তার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে প্রশাসনের কাছে।

হাত ধোয়া শেখাতে সচেতনতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ময়না ঃ সোমবার কলকাতার 'চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশানাল সহায়'-এর আয়োজনে ময়না থানার 'সিনি ময়না' সংস্থার পরিচালনায় একটি 'হ্যান্ড ওয়াস প্রোমোশোনাল ইভেন্ট' নামে একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় 'সিনি ময়না'র অডিটোরিয়াম হলে। এলাকার ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা মিছিল করে এলাকার মানুষদের হাত ধোয়ার উপকারিতা বোঝান। অনুষ্ঠানে গান, নাচ এবং পথনাটিকার মাধ্যমে এলাকার মানুষকে 'হাত ধোয়ার উপকারিতা কি' এই নিয়ে বোঝানো হয়। চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশানাল সহায়-এর প্রতিনিধি শ্যামাশ্রী মুখার্জী বলেন, এই হ্যান্ড ওয়াস পদ্ধতি অর্থাৎ হাত ধোওয়ার পদ্ধতি যদি সবাই সঠিকভাবে করতে পারে তবে মানুষের শরীরের প্রায় আশি শতাংশ রোগ নির্মূল হয়। দুটো হাত আমাদের সব জায়গায় ছোয়। যার ফলে আমরা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হই। আমরা যদি সর্বদা সাবান দিয়ে হাত ধুই তাহলে

সবাই সুস্থ থাকব, এমনই বার্তা এলাকার মানুষকে দিলেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

কাঁথি শহরস্থিত মনোহরচক মৌজায় ৫৩৮ ডেঃ, সাবেক ৯৪৯, হাল ১০৫৫ দাঃ দাগের সম্পত্তি যাহার মালিক প্রণবেশ সিংহ দিং হইতেছে। উক্ত প্রণবেশ সিং দিং-এর নিকট হইতে আমি উপরোক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিতে চাই। কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র লইয়া নিম্ন নম্বরে অভিযোগ জানাইবেন। মোবাইল নং ৯৭৩৩৫৬৮০৫৬